তেজস্ক্রিয়তা থেকে প্রাণী ও পরিবেশের সুরক্ষা

- সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রকৃতিতে তেজস্ক্রিয়তা বিরাজমান। আমরা যে খাবার গ্রহন করি, যে পানি পান করি এমনকি যে বাতাসে শ্বাসগ্রহন করি সেখানেও তেজস্ক্রিয়তা বিরাজমান। তেজস্ক্রিয়তার মাঝেই আমাদের বসবাস। প্রতিনিয়ত বিনোদনের জন্য টিভি দেখার মাধ্যমে, চিকিৎসার জন্য এক্সরে ও সিটি স্ক্যান করার মাধ্যমে, অফিসে কম্পিউটারে কাজ করার মাধ্যমে আমরা তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করি । কিন্তু এই তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা প্রাণীদেহে সহনীয়।
- একবার এক্সরের মাধ্যমে আমরা যে পরিমান তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করি তা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশেপাশে আজীবন বসবাস করার ফলে গৃহীত মোট তেজস্ক্রিয়তার চেয়েও অনেক বেশি।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা এতই কম ও নগণ্য যে তা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার শতকরা ১ ভাগেরও কম।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সর্বাধুনিক ডিজাইনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুরক্ষা ব্যবস্থা বিশিষ্ট জেনারেশন থ্রি প্লাস রিয়্যাক্টর সহ নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। এছাড়া পাঁচ স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তেজস্ক্রিয়তা যাতে কোনক্রমেই (প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনা) বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্যানিটারি সুরক্ষা অঞ্চলের (৩০০ মিটার রেডিয়াস) বাইরে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করবে।
- আন্তর্জাতিকভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকায় সার্বক্ষনিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা হয়, যাতে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকার আশেপাশের (পরিবেশে) তেজস্ক্রিয়তা সহনশীলতা মাত্রা (Tolerance Limit) অতিক্রম না করে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

তেজস্ক্রিয়তা থেকে প্রাণী ও পরিবেশের সুরক্ষা

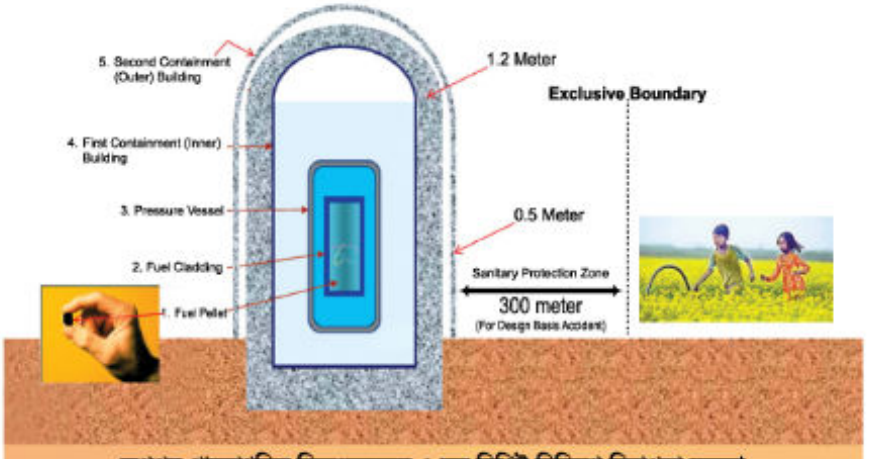

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫ স্তর বিশিষ্ট বিকিরণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা